দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 24 NOV 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২ ...

ভাল স্কুলের খোঁজে

দেশে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা এবং উদ্বেগের শেষ নেই। এবং তা চলছে দীর্ঘদিন ধরেই। স্বভাবতই তাই প্রশ্ন ওঠে ভাল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নিয়ে, শিক্ষার মান নিয়ে, শিক্ষকদের মেধা যোগ্যতা ও শিক্ষাদান নিয়ে। এমনকি প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার উপযোগিতা নিয়েও। পাশাপাশি শিক্ষার উদ্দেশ্য নিয়েও। আর তা হলো সংক্ষেপে সহজ পথে উচ্চতম গ্রেডের সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে এমন ধারণা প্রদান করে যে, আমাদের শিক্ষা ও শিক্ষার্থীর মান অনেক উন্নত। কিন্তু বাস্তবতা এর বিপরীতই। শিক্ষা নিয়ে নানা নিরীক্ষার কারণে গিনিপিগ হয়ে যাওয়া ওজনদার সার্টিফিকেট হাতে পাওয়া শিক্ষার্থীদের জগত অনেক সঙ্কীর্ণ হয়ে গেছে। শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি ও পরীক্ষা পদ্ধতির কারণে সহজে উচ্চমাত্রার নম্বর ও গ্রেড পাওয়া সুলভ হয়ে ওঠার ফলে জিপিএ প্রাপকের সংখ্যা কয়েক লাখে উন্নীত হয়েছে, তুলনায় শিক্ষার মান বাড়েনি। বাড়ার আয়োজন নেই।

শিক্ষার মান বাড়ে না। বাড়ে না ভাল স্কুলের সংখ্যাও। এসবের দায় শিক্ষার্থীর নয়। দায় শিক্ষা ব্যবস্থার। দায় শিক্ষাদানের যোগ্যতায় ঘাটতি তথা সুশিক্ষার অভাব

এমনিতেই দেশে খুব ভাল মানের স্কুল নেই। নামমাত্র যা আছে, তা আবার শহরকেন্দ্রিক। এর বাইরে প্রায় সব স্কুলই দুর্বল ও অকার্যকর প্রায়। যেখানে ঠিকমতো পাঠদান হয় না। শিক্ষা পরিবেশও ভাল নেই। পরীক্ষার ফলও ভাল হয় না। অনেক স্কুলে ক্লাসরুম সুবিধা সীমিত। বিজ্ঞান পরীক্ষাগারের হাল নড়বড়ে। শেখানোর পদ্ধতিও দুর্বল। মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ শিক্ষকের নেই প্রশিক্ষণ। বিপুলসংখ্যক শিক্ষক প্রশিক্ষিত না হওয়ার কারণ পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্র না থাকা; প্রশিক্ষণ গ্রহণে শিক্ষকদের একটি অংশের আগ্রহ কম। আবার অনেক প্রতিষ্ঠান শিক্ষকদের প্রশিক্ষণে আগ্রহী নন। যারা শেখাবেন, তারাই যদি হন দুর্বলতর, তবে সমস্যা তো বাড়বেই। এটা বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত যে, যারা শেখাবেন, তাদেরও নিজেদের জ্ঞানের পরিসর বাড়ানো দরকার।

এটা সত্য যে, প্রশিক্ষিত শিক্ষকদের বিবেচনায় সবচেয়ে পিছিয়ে বাংলাদেশ। সরকারের পক্ষ থেকে নানা সুবিধা দেয়ার পরও শিক্ষা ব্যবস্থার অবস্থান অনুজ্জ্বল। অনিয়ম-দুর্নীতির মাধ্যমে শিক্ষক হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছেন কম মেধাবীরা। যথাযথ প্রশিক্ষণও নেই অনেকের। নজরদারিতেও গা ছাড়া ভাব রয়েছে শিক্ষা প্রশাসনের। শিক্ষার মান বাড়াতে তদারকির দায়িত্ব যাদের, সেই শিক্ষা কর্মকর্তারাও জড়িয়ে পড়েন অনিয়মে। পরিদর্শন ব্যবস্থা ও নড়বড়ে। শিক্ষকদের স্কুলে নিয়মিত হাজিরা না দিলেও চলে। স্কুলের নির্দিষ্ট সময়সূচীও মানেন না অনেকে। কোচিং, গাইডবই ও সৃজনশীল প্রশ্ন নিয়ে আপত্তি আমলে নেয়া হচ্ছে না। পরীক্ষায় ভাল ফল ও প্রকৃত সুশিক্ষার তফাতটা শিক্ষা কর্তৃপক্ষের চেতনায় দাগ কাটে না। তারা চাইছে জিপিএর সংখ্যা বৃদ্ধি এবং সে উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত পথে বৃহৎ প্রাপ্তির আশা। সে আশার আলো গাইডবই ও কোচিং। কিন্তু পাঠ্যবইনির্ভর বিষয়গত জ্ঞানার্জনের বিকল্প হিসেবে সংক্ষিপ্ত পথে উচ্চ গ্রেডের সংখ্যা বৃদ্ধিতে আর যাই হোক শিক্ষার মান বাড়ে না। বাড়ে না ভাল স্কুলের সংখ্যাও। এসবের দায় শিক্ষার্থীর নয়। দায় শিক্ষা ব্যবস্থার। দায় শিক্ষাদানের যোগ্যতায় ঘাটতি তথা সুশিক্ষার অভাব। শিক্ষার পাঠক্রম, পাঠ্যসূচী তথা এক কথায় শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটি, ঘাটতি বা অপূর্ণতার বিষয়টিই সামনে আসে। তেমনি আসে শিক্ষার আদর্শিক দিকটি, যা অপেক্ষাকৃত কম আলোচিত। প্রশ্নটা এভাবেও করা যায়, জ্ঞানার্জন, না পরীক্ষায় ভাল ফল, কোন্‌টা আমাদের শিক্ষাদানের লক্ষ্য।

দেশে শিক্ষার প্রসার ঘটেছে, শহর ও গ্রামের সর্বত্র পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবে স্কুলগুলোতে পড়াশোনার মানে অধোগতি ঘটেছে। ফলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ভালভাবে শিক্ষা না পাওয়ার কারণে উচ্চতর পর্যায়ে মেধাবীদের পাওয়া যায় না। দেশজুড়ে ভাল স্কুলের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য দরকার সমন্বিত পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টা। ইংরেজী-গণিতসহ বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষ শিক্ষক গড়ে তোলা প্রয়োজন একই সঙ্গে। শিক্ষা নিয়ে ভালভাবে ভাবার সময় ফুরিয়ে যায়নি।